দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৩৪

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করুন

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গোলাগুলী আহত হয়ে হাসপাতালে অথবা লাশ হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে এবং সবশেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরী হবার কথা সৎ, আদর্শবান, শিক্ষিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনার পরিচালক, সেখানে চলছে আজ ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের মহড়া। গত কিছুদিন আগে পত্রিকায় একটা কার্টুন দেখলাম। কার্টুনে দেখান হলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র হয়ে ভর্তি হয়ে এক দরজা দিয়ে ঢুকছে এবং অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসছে ছাগল হয়ে। কার্টুনটা হাস্যকর হলেও বর্তমানে ঠিক তাই ঘটছে। আজ চলছে চর দখলের মত হল দখলের লড়াই। যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের হয়ে এরা ছাত্র রাজনীতি করে, সে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ছাত্রদেরকে কুপথে পরিচালনা করছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছাত্রদের হাতে বই, কলম, খাতা-এর পরিবর্তে তুলে দেয়া হচ্ছে বর্তমানে পাইপগান, রাইফেল, কাটা রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, স্টেনগান, রকেট লাঞ্চার এবং বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। জাতির জন্য এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ আপনারা আপনাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোমলমতি ছাত্রদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষমুক্ত রাখার ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

—এম এন এইচ বিপ্লব

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জেলা কোটা প্রসঙ্গে

চলতি বছর ১৯৯২-৯৩ ইং শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ১৩২৫টি সিটের অর্ধেক অংশ জেলা কোটা ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ পদক্ষেপ। কারণ বাংলাদেশে অনেক জেলা আছে, যেখানে শিক্ষার হার অতি নগণ্য। বিভিন্ন সুজোগ-সুবিধার অভাবে সেই সব জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা আকাঙ্ক্ষিত উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন একদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুজোগ পাবে, অন্যদিকে তেমনি সেই সব জেলাগুলো তথা গোটা দেশের শিক্ষার হার তাদের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাবে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় চট্টগ্রাম থেকে জনাব এম এম খান লিখেছেন "মেধাকে গৌন করে জেলা কোটা বর্ধিতকরণ ছাত্রী-ছাত্রীদের নিরুৎসাহ ও হতাশা সৃষ্টি করেছে।" আমি তার এহেন মন্তব্যের বিরোধিতা করছি। কারণ জেলা কোটা বর্ধিতকরণে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত হয়নি এবং তাদরে প্রাণে উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছে। আর যেখানে নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থ্যাৎ ১৩২৫টি সিটের অর্ধেক অংশ জাতীয় মেধাভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে, সেখানে মেধাকে কিভাবে গৌন করা হল। তার এ চিন্তাধারা দেশের জন্য স্ববিরোধিতার নামান্তর।

আমি তার উল্লেখিত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

—নিতাই কুমার শর্মা